উমরা হ্যান্ডবুক

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ : উমরার পদ্ধতি

উমরার ৪টি কাজ ০১

১.১ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ১ম কাজ: ইহরাম ০৩

মাসআলা: প্লেনে মীকাত থেকে ইহরাম করার আগ পর্যন্ত কেউ চাইলে ইহরামের পোশাকের পাশাপাশি গেঞ্জি, টুপি, মোজা ইত্যাদি পরে থাকতে পারেন।... ০৪

হায়েয-নিফাস অবস্থায় মহিলারা কিভাবে ইহরাম করবে? ০৫

মাসআলা: ঔষধ বা ইঞ্জেকশন গ্রহণের মাধ্যমে হায়েয-নিফাস বন্ধ করা বৈধ। তবে... ০৫

মাসআলা: অন্য কারও পক্ষ থেকে উমরার ইহরামের ক্ষেত্রে... ০৫

কেউ ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করলে কী হবে? ০৬

যারা আগে মদীনায় যাবেন তাদের ক্ষেত্রে ইহরামের স্থান ০৭

মাসআলা: সালাত 'ছেড়ে দেয়ার' মত করে ইহরাম 'ছেড়ে দেয়া' যায় না... ০৭

তালবিয়া ০৮

তালবিয়ার তাৎপর্য ০৮

বারবার উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন ১০

বিদাতের ব্যাপারে সতর্কতা ১০

সতর্কতা: ইহরামের পোশাক পরিধান করা মানে ইহরাম করা নয় ১২

মাসআলা: ইহরামের পোশাক পরিবর্তন করতে কোন বাধা নেই।... ১২

ইহরামের আগে দুটি সুন্নাত কাজ ১২

ইহরামের আগে শরীরের লোম এবং নখ কেটে নেয়া কী সুন্নাত? ১৫

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ১৫

১. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–১: ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের জন্য শরীরের কোন অঙ্গের আকৃতিতে তৈরী পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ ১৫
সেলাইযুক্ত কাপড় পরার বিধান কী? ১৬
মাসআলা: সকল প্রকার মোজা পরা নিষেধ... যে কোন ধরনের স্যান্ডেল, স্যান্ডেল-শু ইত্যাদি পরা যাবে। ১৭
মাসআলা: চশমা, ঘড়ি, বেল্ট, আংটি, গলায় বা কাঁধে ঝুলানোর ব্যাগের ব্যবহার বৈধ। ১৭
মাসআলা: ইহরামের পোশাক সাদা হওয়া জরুরী নয়... ১৭
নারীদের জন্য ইহরাম অবস্থায় দুটি পোশাক নিষিদ্ধ ১৮
মাসআলা: চেহারা বা হাতের আকৃতিতে তৈরী নয় এমন কিছু দিয়ে প্রয়োজনে চেহারা বা হাত ঢেকে রাখতে অসুবিধা নেই... ১৮
ইহরাম অবস্থায় মাস্ক পরা যাবে কী? ১৮
২. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–২: ইহরাম অবস্থায় পুরুষদের জন্য মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ ১৯
মাসআলা: মাথার সাথে লেগে থাকে না এমন কোন কিছুর নিচে অবস্থান করতে... অসুবিধা নেই। ১৯
মাসআলা: পুরুষদের চেহারা ঢাকলে অসুবিধা নেই। ২০
৩. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–৩: ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ২০
কতিপয় মাসআলা: ইহরাম অবস্থায় সাবান-শ্যাম্পু, টুথপেস্ট... জাফরান যুক্ত চা-কফি... সুগন্ধীযুক্ত টিস্যু... মেহেদী... কাজল-সুরমা... আতর বা পারফিউমের ঘ্রাণ নিলে... ২২
৪. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–৪: চুল বা লোম কাটা বা শেভ করা ২২
মাসআলা: ইহরাম অবস্থায় গোসল করা, মাথা ধোয়া, চুল আঁচড়ানো কিংবা মাথা বা শরীর চুলকানো বৈধ... ২৩

৫. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–৫: নখ কাটা ২৪
মাসআলা: নখ বা এর অংশবিশেষ ভেঙ্গে গেলে তা টেনে তুলে ফেললে অসুবিধা নেই। ২৪
উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলোর কোনটি করার প্রয়োজন পড়লে কী করণীয়? ২৪
৬. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ–৬: স্ত্রী-সহবাস এবং কামনা সহকারে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা ২৫
৭. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–৭: বিয়ের প্রস্তাব আদান-প্রদান এবং বিয়ে সম্পন্ন (আকদ) করা ২৬
৮. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়–৮: ইহরাম অবস্থায় এমন বন্য প্রাণী শিকার করা যা খাওয়া হালাল ২৬
মাসআলা: ইহরাম অবস্থায় অনিষ্টকারী পশুপাখি বা পোকামাকড় যেমন: ইঁদুর, সাপ, মশা, তেলাপোকা ইত্যাদি মারা নিষিদ্ধ নয়। ২৭
৯. ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ-৯: পাপকাজ ও ঝগড়া-বিবাদ করা ২৭
কী করলে উমরা বাতিল হয়? ২৭
ফিদয়া সংক্রান্ত বিধিবিধান ২৮
মাসআলা: কেউ যদি ভুলে বা না জানার কারণে এর কোনটি করে ফেলে... ২৯
কোথায় ফিদইয়ার পশু কুরবানী দেবে কিংবা মিসকীন খাওয়াবে? ৩০
মাসআলা: রোযা রাখার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই... ৩০
১.২ উমরার ৪টি কাজের ২য় কাজ: তাওয়াফ ৩০
তাওয়াফের জন্য অযু করতে হবে কি? তাওয়াফের মাঝখানে অযু ভেঙ্গে গেলে কী হবে? ৩১
একেক চক্করে একেকটি নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করার যে প্রচলন আছে তা 'বিদাত'... ৩৪
মাসআলা: তাওয়াফকালে পানাহার বৈধ... ৩৫

তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় ৩৫
প্রশ্ন: তাওয়াফ শেষের দুই রাকাত সালাত আদায়ের সময় সামনে দিয়ে চলাচলের বিধান কি? ৩৬
প্রশ্ন: তাওয়াফ ও সাঈর মাঝপথে জামাত দাঁড়িয়ে গেলে কী করতে হবে? ৩৬
প্রশ্ন: তাওয়াফ কিংবা সাঈ চলাকালীন বিরতি নেয়া যাবে কি? ৩৭
১.৩ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ৩য় কাজ: সাঈ ৩৭
মাসআলা: অযু থাকা অবস্থায় সাঈ করলে তা উত্তম, তবে সাঈর জন্য অযু শর্ত নয়... ৩৮
মাসআলা: অসুস্থতা, অক্ষমতা, প্রবল কষ্ট কিংবা বার্ধক্যের কারণে প্রয়োজনে হুইলচেয়ারে বসে তাওয়াফ ও সাঈ করা যাবে... ৪২
১.৪ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ৪র্থ কাজ: চুল শেভ করা বা কাটা ৪১
মাসআলা: মাথার চুল ছোট করার ক্ষেত্রে মাথার সব জায়গা থেকে ছোট করতে হবে। ৪২
মাসআলা: নারীরা চুলের অগ্রভাগ থেকে ইঞ্চিখানেক কাটবেন তবে... ৪২
'তানইম' বা 'মাসজিদ আয়শা' থেকে ইহরাম করে বারবার উমরা করা ৪২
মাসআলা: যারা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসবেন তাদের জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ২ রাকাত না পড়েই তাওয়াফ শুরু করে দেয়া সুন্নাহ কিন্তু... ৪৩

অধ্যায় ২ : মদীনা যিয়ারত

মদীনা সফরের নিয়ত কী হবে? ৪৪
নবী ﷺ এর কবর যিয়ারতের পদ্ধতি ৪৫
'বাকী' নামক কবরস্থানে এবং উহুদের শহীদদেরকে সালাম দেয়া... ৪৬
'রাওদা' (যাকে মানুষ রিয়াদুল জান্নাত বলে থাকে) নামক স্থানে সম্ভব হলে সালাত আদায় করবেন... ৪৬

প্রশ্ন: মহিলাদের জন্য নবী (ﷺ) এর কবর, বাকী কিংবা উহুদের শহীদদের যিয়ারতের বিধান কি? ৪৭
মসজিদে কুবায় সালাত আদায়ের বিশেষ ফযীলত ৪৭
সতর্কতা: মদীনা যিয়ারতকারীরা এছাড়াও বিভিন্ন মসজিদ পরিদর্শন করে মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করে থাকেন... ৪৮
মসজিদে নববীর মূল অনুপ্রেরণা ৪৮

অধ্যায় ৩ : মক্কা ও মদীনার হারাম এলাকার বিধিবিধান

মক্কা মদীনা ভ্রমণের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখা জরুরী ৫২

অধ্যায় ৪ : উমরার শুরুতে মানসিক প্রস্তুতি

উমরার প্রাক্কালে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়: ৫৮
১. নিয়তের বিশুদ্ধতা ও পরিপূর্ণ ইখলাস ৫৮
২. তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং শিরক থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ৫৮
৩. তাকওয়া অবলম্বন ৬৯
৪. রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ ৭১
৫. জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন ৭২
৬. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করা ৭২
৭. হালাল রোজগার ও বৈধ সম্পদ দিয়ে হজ্জ বা উমরা পালন ৭৫
৮. ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন ৭৬
৯. হারামের অভ্যন্তরে যথাসম্ভব সময় কাটানো ও বেশি বেশি ইবাদত করা ৭৭

অধ্যায় ৫ : সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিধান ও প্রয়োজনীয় বিবিধ মাসআলা

১. সফরের জন্য একজন আমীর বা নেতা নিযুক্ত করা উচিৎ। ৭৮
২. সফরে সালাত সংক্ষিপ্ত করার বিধান ৭৮

মাসআলা: যদি ইমাম মুসাফির হন... ৭৯
৩. দুই সালাতকে একত্র করার বিধান ৭৯
৪. পানি না পেলে কিংবা পানি ব্যবহারে অসুস্থ হওয়া, রোগ বৃদ্ধি পাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে করণীয় ৮১
মাসআলা: যদি প্লেনে থাকা অবস্থায় সালাতের সময় হয়... ৮২
মাসআলা: জমজমের পানি দিয়ে অযু, গোসল, ইস্তিঞ্জা করা বৈধ ৮২
৫. নাপাকী সংক্রান্ত মাসআলা ৮২
৬. মোজার উপর মাসেহ করার বিধান ৮৩
৭. জানাযার সালাতের পদ্ধতি ৮৪

অধ্যায় ৬ : প্রয়োজনীয় দোয়া ও যিকরের তালিকা

১. মসজিদে প্রবেশের দোয়া ৮৭
২. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া ৮৭
ইহরাম-তাওয়াফ-সাঈর সময় করার জন্য নির্বাচিত যিকির ও দোয়া ৮৮
১. হজ্জ বা উমরায় মুহরিম ব্যক্তি কিভাবে তালবিয়াহ পড়বে ৮৮
২. হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলে তাকবীর বলা ৮৮
৩. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে দো'আ ৮৮
৪. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে যা পড়বে ৮৯
৫. দরুদ ৯০
৬. যিকির – ১ ৯১
৭. যিকির – ২ ৯১
৮. যিকির – ৩ ৯১
৯. যিকির – ৪ ৯১
১০. যিকির – ৫ ৯২
১১. যিকির যা জবানে সহজ আর মীযানের পাল্লায় ভারী ৯২
১২. আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য ৯২

১৩. এক হাজার সওয়াব লেখা অথবা এক হাজার পাপ মুছে ফেলার জন্য যিকির ৯৩
১৪. বিশেষ ফযিলতপূর্ণ যিকির ৯৩
১৫. বিশেষ ফযিলতপূর্ণ যিকির ৯৪
১৬. চিরস্থায়ী নেক আমল ৯৪
১৭. সর্বোত্তম যিকির ৯৪
১৮. সায়্যিদুল ইসতিগফার (ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোআ) ৯৫
১৯. ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা ৯৫
২০. শিরক থেকে বাঁচার দো'আ ৯৬
২১. কবর ও জাহান্নামের আযাব, জীবন, মৃত্যু ও দাজ্জালের ফিতনা এবং গুনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোআ ৯৬
২২. কৃপণতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য এবং ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোআ ৯৬
২৩. জাহান্নাম থেকে আশ্রয় এবং জান্নাত চাওয়ার দোআ ৯৭
২৪. হিদায়াত ও সাহায্য চাওয়ার বিশেষ দোয়া ৯৭
২৫. শত্রুর উপর বদ-দো'আ ৯৮
২৬. ঋণ মুক্তির জন্য দো'আ ৯৮
২৭. দুষ্ট শয়তানদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে যা বলবে ৯৯
২৮. ইবাদাত - আমল কবুলের দোয়া ৯৯
২৯. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাওয়া ১০০
৩০. হিদায়াত পাওয়ার পরে পুনরায় পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া ১০০
৩১. জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং ক্ষমা চাওয়া ১০০
৩২. সুসন্তান লাভের জন্য দোয়া ১০০
৩৩. ধৈর্য, শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় প্রার্থনা ১০১
৩৪. জাহান্নামের আযাব হতে আশ্রয় চাওয়া ১০১
৩৫. তাওবা - ক্ষমা চাওয়ার দোয়া ১০২

৩৬. যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া ১০২
৩৭. নিয়মিত সালাত কায়েম করার শক্তি-সামর্থ্য ও তাওফীক লাভের দোয়া ১০৩
৩৮. পিতামাতার জন্য দোয়া ১০৩
৩৯. সিদ্ধান্তে উপনীত বিষয় বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর রহমত এবং সঠিক দিকনির্দেশনার দোয়া ১০৩
৪০. মনোবল বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর করার দোয়া ১০৪
৪১. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া ১০৪
৪২. কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ইউনুস (আঃ) এর দোয়া ১০৪
৪৩. শয়তানের উপস্থিতি ও কুমন্ত্রণা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা ১০৪
৪৪. ক্ষমা এবং রহমত প্রার্থনা ১০৫
৪৫. জাহান্নামের আজাব হতে আশ্রয় চাওয়া ১০৫
৪৬. চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী ও সন্তানাদি লাভের দোয়া ১০৫
৪৭. কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার তাওফীক কামনা ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রার্থনা ১০৬
৪৮. প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য মূসা (আঃ) এর দোয়া ১০৬
৪৯. সুসন্তান লাভের জন্য দোয়া ১০৬
৫০. ক্ষমা, নূর এবং হিদায়াত প্রার্থনা ১০৭
৫১. পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করার জন্য নূহ (আঃ) এর প্রার্থনা ১০৭
৫২. ধৈর্য, শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় প্রার্থনা ১০৭
৫৩. তাওবা - ক্ষমা চাওয়ার দোয়া ১০৮
৫৪. অজ্ঞতাবশত ভুলের ক্ষমা ও সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা-দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাওয়া ১০৮
৫৫. ইস্তিগফার ১০৯

৫৬. অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া ১০৯
৫৭. মাসনূন দোয়া – ১ ১০৯
৫৮. মাসনূন দোয়া – ২ ১১০
৫৯. মাসনূন দোয়া – ৩ ১১০
৬০. মাসনূন দোয়া – ৪ ১১১
৬১. মাসনূন দোয়া – ৫ ১১১
৬২. মাসনূন দোয়া – ৬ ১১২
৬৩. মাসনূন দোয়া – ৭ ১১২
৬৪. মাসনূন দোয়া – ৮ ১১২
৬৫. মাসনূন দোয়া – ৯ ১১২
৬৬. মাসনূন দোয়া – ১০ ১১৩
৬৭. মাসনূন দোয়া – ১১ ১১৩
৬৮. মাসনূন দোয়া – ১২ ১১৪
৬৯. মাসনূন দোয়া – ১৩ ১১৪

সকাল-সন্ধ্যার নির্বাচিত কিছু যিকির ও দোয়া ১১৪

১. আয়াতুল কুরসি: সূরা আল-বাকারাহ্ ২৫৫ ১১৫
২. কুরআনের শেষ তিনটি সূরা: ইখলাস, ফালাক্ব, নাস ১১৬
৩. সকাল-সন্ধ্যার যিকির – ১ ১১৭
৪. সকাল-সন্ধ্যার যিকির – ২ ১১৮
৫. সকাল-সন্ধ্যার যিকির – ৩ ১১৯
৬. সকাল-সন্ধ্যার যিকির – ৪ ১২০
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির – ৫ ১২০
৮. জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির দোয়া ১২১
৯. সায়্যিদুল ইসতিগফার (ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দোআ) ১২২
১০. কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না ১২২
১১. কিয়ামতের দিনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ১২৩

বলুন: [আল্লাহ বলেছেন:] হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না! নিশ্চয়ই আল্লাহ [তওবাকারীর] সকল পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ রাতের বেলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন যেন দিনের গুনাহকারী তওবা করে নেয়, আর দিনের বেলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন যেন রাতের গুনাহকারী তওবা করে নেয় – যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়।[২]

অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত তওবার দরজা উন্মুক্ত!

অপর হাদীসে তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

নিশ্চয়ই ততক্ষণ আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার প্রাণ কণ্ঠনালীতে পৌঁছায়।[৩]

অর্থাৎ মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত, যে মুহূর্তে প্রাণ বের হওয়ার জন্য কণ্ঠনালীতে পৌঁছায় এবং মৃত্যুপথযাত্রী ফেরেশতাদের দেখতে পায়– ঐ মুহূর্তটি আসা পর্যন্ত তওবার সুযোগ রয়েছে।

---

০১. সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৫৩
০২. মুসলিম (২৭৫৯)
০৩. তিরমিযী (৩৫৩৭)

কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐ মুহূর্তের আশায় বসে থাকে না। **"এখনও সময় আছে, গুনাহ করতে থাকো"** – এটা শয়তানের ভাষণ! কেউ জানে না মৃত্যুর সময় আদৌ তার তওফীক হবে কি না। আর যে বেপরোয়াভাবে সারাজীবন গুনাহ চালিয়ে গিয়েছে, হয়ত মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে সে অবশিষ্ট ঈমানটুকুও খুইয়ে নিঃস্ব হবে – আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

আসুন সময় থাকতেই তওবা করি।

আমাদের গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নেয়ার একটা সুন্দর উপলক্ষ উমরা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

এক উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী যাবতীয় ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা, আর পাপমুক্ত বিশুদ্ধ হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়![৪]

এজন্য উমরার শুরুতে কিছু মানসিক প্রস্তুতি নেয়া সবচেয়ে জরুরী বিষয়। কিন্তু আপনি যেহেতু প্রথমেই উমরার নিয়ম শিখে নিতে উদগ্রীব, তাই আমরা সরাসরি উমরার নিয়মে চলে যাচ্ছি। নিয়মগুলো উল্লেখ করার পর আমরা মানসিক প্রস্তুতির বিষয়টিতে ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ।

১.১ উমরার ৪টি কাজের মধ্যে ১ম কাজ: ইহরাম

অনেকেই 'ইহরাম' শব্দটি শুনলে মনে করেন ইহরামের পোশাক পরার কথা বলা হচ্ছে। আসলে ইহরামের পোশাক পরা মানে ইহরাম করা নয়! এই বিশেষ পোশাক পরাটা ইহরামের পূর্বপ্রস্তুতি, কেননা ইহরাম করার পর শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি পরা যাবে না। কাজেই বাসা থেকে

০৪. বুখারী (১৭৭৩), মুসলিম (১৩৪৯)

ইহরামের পোশাক পরে বের হলেও সে সময় আমরা ইহরাম করব না। বরং ইহরাম করার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। তবে তার আগে এই প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার যে **ইহরাম আসলে কী**?

ইহরাম জটিল কিছু নয়। উমরা শুরু করাকে ইহরাম বলে। উমরা শুরু করার জন্য আপনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেবেন যে আমি উমরা শুরু করলাম, আর মুখে 'তালবিয়া' বলবেন। 'মীকাতে' পৌঁছে এই নিয়ত করতে হবে ও তালবিয়া পাঠ করতে হবে।

উমরার শুরু একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে করতে হয়, একে 'মীকাত' বলে। প্লেন জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর প্রায় আধা ঘন্টা আগে মীকাত অতিক্রম করে। প্লেনে ঘোষণা করা হয় যে 'এত মিনিট পরে' আমরা মীকাত অতিক্রম করব। এই ঘোষণা খেয়াল করে মীকাত অতিক্রমের সময়টা খেয়াল রাখুন। এই সময়ের অল্প কিছুক্ষণ আগে 'ইহরাম' করতে হবে, অর্থাৎ উমরা শুরু করতে হবে। ধরা যাক ভোর ৪টায় ঘোষণা করল যে আমরা ৩০ মিনিট পর মীকাত অতিক্রম করব। এক্ষেত্রে আপনি ঘড়িতে ৪.৩০ বাজার সামান্য একটু আগে উমরা শুরু করছি – এই চিন্তা মাথায় নিয়ে বলবেন:

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি উমরার জন্য উপস্থিত!

এটাই ইহরাম।

> **মাসআলা:** প্লেনে মীকাত থেকে ইহরাম করার আগ পর্যন্ত কেউ চাইলে ইহরামের পোশাকের পাশাপাশি গেঞ্জি, টুপি, মোজা ইত্যাদি পরে থাকতে পারেন। কিন্তু ইহরামের আগে অবশ্যই তা খুলে নেবেন। আর খুলতে ভুলে গেলেও অসুবিধা নেই। মনে পড়া মাত্র খুলে নিবেন। তেমনি নারীরা ইহরামের আগ পর্যন্ত নিকাব পরে

যারা আগে মদীনায় যাবেন তাদের ক্ষেত্রে ইহরামের স্থান

কেউ যদি আগে মদীনায় সফর করে তারপর মদীনা থেকে মক্কায় এসে উমরা করার পরিকল্পনা করেন, তবে তিনি প্লেনে ইহরাম করবেন না। তাই বাসা থেকে ইহরামের পোশাক পরিধান করার প্রয়োজন নেই। তিনি মদীনা থেকে যেদিন উমরার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন, সেদিন নির্ধারিত মীকাতে থেমে সেখানে গোসল করে ইহরাম করবেন। সে সময় সালাতের ওয়াক্ত হয়ে থাকলে সালাত আদায় করে তারপর ইহরাম করবেন।[১১]

> **মাসআলা:** ইহরাম করার পর উমরা সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সালাত 'ছেড়ে দেয়ার' মত করে ইহরাম 'ছেড়ে দেয়া' যায় না। তাওয়াফ সাঈ সম্পন্ন করে চুল শেভ করে বা কেটে তবেই কেবল ইহরাম মুক্ত হওয়া যাবে। এটা না জানার কারণে অনেকে ইহরাম করার পর ভিড় দেখে বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে উমরা না করেই দেশে ফিরে আসেন! এরকম করলে তিনি কিন্তু ইহরাম অবস্থাতেই থাকবেন এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো তার জন্য নিষিদ্ধই থেকে যাবে। ফলে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, বিয়ে-শাদী করা কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক – এ সবকিছুই তার জন্য নিষিদ্ধ থেকে যাবে! সুতরাং এই ভুল না করার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।[১২]

---

১১. দ্রষ্টব্য: লিকা আল বাব আল মাফতূহ ২৯/১২১, মাজমূ ফাতাওয়া মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসায়মীন ২১/৩৪৫

১২. দ্রষ্টব্য: ফাতাওয়া আল লাজনা আদ দাইমাহ (১১/১৬৬-১৬৭), মাজমূ ফাতাওয়া মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসায়মীন ২১/৩৫১

ইবনু আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে কাবা নির্মাণের পর আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-কে হজ্জের আদেশ ঘোষণা করতে বলেন। ইব্রাহীম (আ.) বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে তাঁর আওয়াজ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছাবে? আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দেন যে পৌঁছানোর দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। ইব্রাহীম (আ.) ঘোষণা করেন: "হে মানবজাতি! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দাও।" তাঁর এই ডাক সকল জীবিত মানুষ এমনকি অনাগত মানুষদের কাছে পৌঁছে যায়। যারা সেদিন "লাব্বাইকাল্লাহুম্মা লাব্বাইক" বলেছে, তারাই ভবিষ্যতে হজ্জ পালনের তাওফীক লাভ করবে।[১৫]

আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়ার এই অনুভূতি নিঃসন্দেহে আপনাকে শিহরিত করবে।

সেই সাথে আপনি আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদের ঘোষণা দিচ্ছেন। আপনি ঘোষণা দিচ্ছেন যে তাঁর কোন শরীক নেই। এর অর্থ কী?

এর অর্থ আল্লাহ এক। তিনি একাই সৃষ্টিকর্তা। তিনিই একমাত্র মালিক। একমাত্র পরিচালনাকারী। সৃষ্টির সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ শুধুই তাঁর। সবকিছুর ভাণ্ডার একমাত্র তাঁর মালিকানাধীন। একমাত্র তিনিই কল্যাণসাধন করেন কিংবা বিপদ নির্ধারণ করেন। তিনি সব জানেন, সব দেখেন, সব শোনেন। তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তাঁর সৃষ্টি, রাজত্ব, সত্তা, নাম কিংবা গুণাবলীতে কোন শরীক নেই।

তেমনি তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করা যাবে না। এক আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে কোন দোয়া করা যাবে না। বিপদে এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা যাবে না। তিনি ছাড়া কারও উদ্দেশ্যে রুকু, সেজদা,

১৫. দ্রষ্টব্য: আশ শারহ আল মুমতি ৭/৬৪, মাওসূআতুত তাফসীর আল মাসূর ১৫/৮৭-৯২